COURSE TITLE: الدراسة المقارنةبين الديانات
Al Diraasah-al-Muqaranah Bain-al-Diyanaat
Course Code: TH- 510

Unite - 1

تاريخ البوذية

বৌদ্ধ ধর্ম গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক প্রচারিত একটি প্রাচীনতম নীতি প্রধান ধর্ম বিশ্বাস এবং জীবন দর্শন । অনুসারীদের সংখ্যায় বৌদ্ধ ধর্ম বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম ধর্ম । আনুমানিক খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌতম বুদ্ধের জন্ম । তার শিক্ষা ও উপদেশকে কেন্দ্র করে এই ধর্মের উদ্ভব ঘটে । বুদ্ধের পরিনিরবানের পরে ভারতীয় উপমহাদেশসহ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার হয় । বর্তমানে বৌদ্ধ ধর্ম দুটি প্রধান মতবাদে বিভক্ত । প্রথমটি - হিনোযান, দ্বিতীয়টি - মহাযান নামে পরিচিত । শ্রীলঙ্কা, ভারত, নেপাল, ভুটান, মায়ানমার, চীন, জাপান, থাইল্যান্ডসহ পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশে এই ধর্ম বিশ্বাসের অনুসারী রয়েছে । সব চেয়ে বেশি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বাস করে চীনে ।

Unite - 2

عقائد البوذية

বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বনকারীরা বর্তমানে মহায়ানী ও হিনোয়ানী নামে দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ।
হিনোয়ান : হিনোয়ানী বৌদ্ধরা বুদ্ধের নির্দেশিত আচার - আচরণ কে কঠোর ভাবে অনুসরণ করেন । তারা কোনো মানুষের নির্বানের জন্য কঠোর পরিশ্রমের কথা বলেন । এদের মধ্যে দেব - দেবতার ধারণা বিকাশ লাভ করেনি । এদের মধ্যে শ্রষ্ঠার ধারণা খুজে পাওয়া যায় না । নিম্নে এদের কিছু বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করা হল -
(১) অরহত্বলাভই হলো সর্বোচ্চ স্তর ।
(২) মৌলিকত্ব রক্ষার স্বার্থে কোন প্রকার পরিবর্তনের বিরোধী ।
(৩) মুক্তির ব্যাপারে নিজের প্রচেষ্টার বিশ্বাসী ।

(৪) এরা বুদ্ধের ধর্ম ও রীতিনীতি গ্রহণ করেন, কিন্তু বুদ্ধকে ঈশ্বর বা দেবতা রুপে পূজা করার পক্ষপাতী নন ।
মহাযান : মহায়ানীরা কোনো মানুষের নির্বানের জন্য কঠোর পরিশ্রমের কথা অস্বীকার করেন । এদের মতে নির্বান লাভের জন্য মাধ্যম প্রয়োজন । আর এই মাধ্যম হল দেবতা । যেমন - গৌতম বুদ্ধ একজন দেবতা । নিম্নে এদের কিছু বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করা হল -
(১) অরহত্বলাভ নয় বোধিসত্ত্ব স্তর অর্জন করায় পরম লক্ষ ।
(২) এরা বুদ্ধের শিক্ষা ও উপদেশকে যুগোপযোগী করার পক্ষপাতী ।
(৩) মুক্তির জন্য অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হয় ।
(৪) ঈশ্বর রুপে বুদ্ধ মূর্তিকে পূজা করে ।

Unite - 3

إله البوذية

বৌদ্ধ ধর্মের প্রায় হাজারের কাছাকাছি দেবতার কথা ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায় । এর মধ্যে গৌতম বুদ্ধই একমাত্র ঐতিহাসিক চরিত্র ও কেন্দ্রবিন্দু । তোরাভাদা সম্প্রদায়ের মতে বুদ্ধের সংখ্যা মোট ২৫ জন । গৌতম বুদ্ধের পূর্বে ২৪ জন বুদ্ধের আগমন ঘটে । মহায়ানা সম্প্রদায়ের মতে বুদ্ধের সংখ্যা ১৪৩ জন । বরম ম, ইন্দ্র, মার প্রভৃতি এই ধর্মের দেবতা । এ ছাড়া ইলোরা, অজন্তা, তারাদেবী ইত্যাদি দেবির নাম ও ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায় । এদের ধারণা যে প্রত্যেক দেব - দেবতা একেকটি কাজের দায়িত্ব পালন করেন । ইন্দ্র, সৎ পুরুষদের ত্রাণ কর্তা । মার, কুমন্ত্রণাদাতা । বরম ম, ধর্ম প্রচারে উৎসাহ দানকারী ।

Unite - 4

كتب مذهب البوذية

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলিকে সাধারণত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে । যথা : (১) বহুবচন বা গৌতম বুদ্ধের বাণী, (২) অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ ।
ত্রিপিটক :
বৌদ্ধদের মূল ধর্মীয় গ্রন্থ যা পালি ভাষায় লিখিত । এটি মূলত বুদ্ধের দর্শন ও উপদেশের সংকলন । তিন পাঠকের সমন্বিত সমাহারকে ত্রিপিটক বলা হয়েছে । এই তিনটি পিটক হল - বিনয় পিটক, সূত্র পিটক, অভিধর্ম পিটক ।
বিনয় পিটক : ত্রিপিটকের প্রথম খন্ড । বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিহার ভিত্তিক নিয়ম - শৃঙ্খলার যে বিধি সমূহ বুদ্ধ প্রবর্তন করেছিলেন তার বর্ণনা ।

সূত্র পিটক : ত্রিপিটকের ২য় খণ্ড । বুদ্ধ তার শিষ্যদের যে সমস্ত ধর্মীয় উপদেশ দিয়েছিলেন তার বর্ণনা ।
অভিধর্ম পিটক : ত্রিপিটকের ৩য় খণ্ড । এতে বুদ্ধের ধর্মতত্ত্ব কে বিষদ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে ।
এছাড়াও -
চীনা বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ - তাইশো ত্রিপিটক ।
তিব্বতি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ - কাংয়ুর, থেরসা ।
শ্রীলঙ্কা বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসগ্রন্থ - দীপবংশ, মহাবংশ ।

Unite - 5

ضريح مقدس لمذهب البوذية

তীর্থ স্থান,অর্থাৎ পবিত্র স্থান । হাজার হাজার বৌদ্ধ ধর্ম প্রাণ নর - নারী দেশ বিদেশের বুদ্ধের জীবনের স্মৃতি বিজাড়িত স্থান গুলো ঐকান্তিক শ্রদ্ধা সমর্পণের জন্য ভ্রমণ করে থাকেন । এই সমস্ত পবিত্র বুদ্ধভূমিকে বুদ্ধ তীর্থ স্থান হিসেবে বিবেচিত করা হয় । নিম্নে এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল -

(১) লুম্বিনী :
এটি বৌদ্ধ ধর্মের তীর্থ স্থান যা নেপালের রুপান্দি জেলায় অবস্থিত । এই স্থানেই রাণী মায়াদেবী সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধকে জন্ম দিয়েছিলেন ।

(২) কুশীনগর :
বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম তীর্থ স্থান । এখানেই গৌতম বুদ্ধ পরিনিরবান লাভ করেন । এটি ভারতের উত্তর প্রদেশের গৌরখপুর জেলার একটি শহর ।

(৩) বুদ্ধ গয়া :
বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম তীর্থ স্থান । এটি ভারতের বিহার রাজ্যের গয়া জেলার একটি শহর ।

(৪) কপিলাবাস্তু :
এখানেই গৌতম বুদ্ধ তার বাল্যকাল অতিবাহিত করেন । এটি তার জন্ম স্থান নেপালের লুম্বিনী থেকে ১০ কিঃ মিঃ পশ্চিমে অবস্থিত ।

(৫) সারনাথ :
একটি উদ্যান যেখানে গৌতম বুদ্ধ সর্ব প্রথম ধর্ম নিয়ে ভেবেছিলেন । এটি ভারতের উত্তর প্রদেশের বারানাসী শহর থেকে ১৩ কিঃ মিঃ উত্তর - পূর্বে অবস্থিত।

(৬) রাজগীর :
বৌদ্ধ ধর্মের একটি মহা তীর্থ স্থান । এটি ভারতের বিহার রাজ্যের নালন্দা জেলার একটি শহর ।

Unite - 6

خصائص البوذية

বৌদ্ধ ধর্মের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা হল -

(১) ঈশ্বর নিরপেক্ষ :

বৌদ্ধ ধর্ম মতে, নৈতিক অগ্রগতি বা পূর্ণতা অর্জনের জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা আবশ্যক নয় ।কারণ, ঈশ্বরের অস্তিত্বের ধারণা ও তার অসীম ক্ষমতার বিশ্বাস মানুষকে নিষ্ক্রিয় ও দায়িত্বহীন করে তোলে ।

(২) কর্মবাদী :

" যেমন কর্ম তেমন ফল " প্রবাদ বাক্যের মতই কর্মের ফল ভোগ করতে হবে । এই ফল যদি এক জীবনে শেষ না হয় তাহলে কর্মফল ভোগ করার জন্যই মানুষকে বারবার জন্ম গ্রহণ করতে হয় । গৌতম বুদ্ধের মতে, নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে পুনর্জন্ম রোধ করতে পারলেই দুঃখ থেকে চিরমুক্তি লাভ সম্ভব ।

(৩) ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকৃতি :

বৌদ্ধ ধর্মে ইচ্ছার সর্বোচ্চ স্বাধীনতার কথা স্বীকার করা হয় । ইচ্ছার স্বাধীনতার সর্বোচ্চ প্রয়োগের জন্য বৌদ্ধ দর্শনে সনিয়ন্ত্রনের কথা বলা হয়েছে ।

(৪) আত্মা নিরপেক্ষ :

বুদ্ধের মতে, সব কিছুই অনিত্য ও ক্ষণকালের । তাই চিরন্তন আত্মার অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয় ।

(৫) প্রতক্ষবাদী :

বৌদ্ধ ধর্ম মতে, মানুষ যা প্রতক্ষ করতে পারে তা সত্য । আর যা প্রতক্ষ করতে পারে না তা অসত্য । তাই মানুষের দুঃখ, কষ্ট প্রতক্ষন যোগ্য হওয়ায় এটি সত্য । আর ঈশ্বর, আত্মা ইত্যাদি অপ্রত্যক্ষ যোগ্য তাই এই বিষয়ের আলোচনা করাকে এ ধর্মে নিরুৎসাহিত করা হয় ।

Unite - 7

اقوال مهمة لغوتام بوذا

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবক্তা গৌতম বুদ্ধ মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্য বহু মূল্যবান উপদেশ প্রদান করে গেছেন । নিম্নে তাঁর কিছু অমৃত মানবতার বাণী উল্লেখ করা হল -

(১) ভাল কাজ সর্বদা কর। বারবার কর। মনকে সব সময় ভাল কাজে নিমগ্ন রাখো। সদাচরণই স্বর্গসুখের পথ। (পাববজ্ঞো - ১১৮)
(২) কোনো পাপকেই ক্ষুদ্র মনে করো না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপই জমা হতে হতে মুর্খের পাপের ভাণ্ডার পূর্ণ করে ফেলে। (পাপবজ্ঞো - ১২১)
(৩) কাউকে কটু কথা বলবে না। কারণ, সেও কটু পতুত্তর দিতে পারে। উত্তপ্ত বাকক বিনিময়ে তোমার জন্য কষ্টদায়ক হতে পারে। (দণ্ডবজ্ঞো - ১৩৩)
(৪) প্রাজ্ঞ বক্তি কখনও নিন্দা বা প্রশংসায় প্রভাবিত হয় না। (পণ্ডিতবজ্ঞো - ৮১)
(৫) যিনি অস্থিরচিত্ত, যিনি সত্য ধর্ম অবগত নন, যার মানসিক প্রসন্নতা নেই, তিনি কখনো প্রাজ্ঞ হতে পারেন না।

Dr. Imdad Hussain
Assistant Professor Dept of Islamic Theology
Aliah University, Kolkata-14
Mob: 8670022112 / 7098448146
Email: imdad2265@gmail.com